দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 DEC 2006
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

ওসমান ফারুক বচন

একমুখী শিক্ষায় ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ায় ওদের গাত্রদাহ হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, এদেশে ইসলাম নিয়ে কিছু করতে গেলে কিছু লোকের মাথাব্যথা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় সংস্কারের কথা বললে তারা বলে বাতিল করে দাও। একমুখী শিক্ষায় ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ায় এই চেনামুখদের গাত্রদাহ হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এরা এভাবে বিরোধিতা করত। '৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এরা একই কাজ করছে। এদেশে আত্মঘাতী বোমাবাজির মাধ্যমে সঙ্কট সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারকে অকার্যকর করার জন্য এরা এটা করছে। তৌহিদী মুসলিম জনতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। যারা সবসময় ইসলাম

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

ওসমান ফারুক

বিরোধিতা করে তারাই এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত।

সোমবার নগরীর বিয়াম মিলনায়তনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত মতবিনিময়সভায় শিক্ষামন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন। বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক দিলারা হাফিজ, আজিজুর রহমান এমপি, ওলামা দলের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ নেসারুল হক, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা কামরউদ্দিন জাফরী প্রমুখ।

জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সাফাই গেয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "৪০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দিল এদের কিছু হয় না। কিন্তু যেই না একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়া হয়েছে সেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দিয়েছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী অনুদান রয়েছে, যা অনুমোদনের ক্রাইটেরিয়া।" তিনি বলেন, "মাদ্রাসার ছাত্র বোমাবাজির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু এর জন্য মাদ্রাসা দায়ী হবে কেন! মাদ্রাসা আছে, থাকবে। তবে এর সংস্কার দরকার। আর কওমী মাদ্রাসাকে সরকারের বোর্ডের অধীনে আনতে হবে।" তিনি বলেন, "সাধারণ শিক্ষায় যারা আছেন তাদের যেমন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি ধর্মীয় শিক্ষায় যারা রয়েছেন তাদের আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত হতে হবে। সরকার নয়, জাতি আজ যে সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে তা থেকে রক্ষা পেতে হতে হলে কারা এই বোমাবাজি করছে, কি উদ্দেশ্যে করছে তা জানতে হবে।"

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলামকে বিপন্ন করে ক্ষমতায় যেতে চায়। জোট সরকার পদত্যাগ করলেই যদি বোমাবাজি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এর পেছনে কারা রয়েছে তা বোঝা যায়। বোমা মেরে মানুষ মারলে নাকি বেহেশতে হুরপরী পাওয়া যাবে! তাহলে যে মরছে সে কি হুরপরী পাবে না বেহেশতে! এদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে একটি মহল। তিনি বলেন, "আমার নির্বাচনী এলাকা কচুয়া ধর্মপ্রাণ শান্তিপ্রিয় এলাকা। যেখানে আমি ডিশ বন্ধ করে দিয়েছি। সেখানে আমাদের প্রচেষ্টায় যে পাঁচজন জঙ্গী ধরা পড়েছে তাদের একজন ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগ করত। বাকিদের পরিবারের ইসলামের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। তাহলে বোঝা যায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কারা ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে।"

সরকারের নির্বাচিত দেশের নানা প্রান্তের মাদ্রাসাগুলো থেকে ৩৬৫ প্রতিনিধি এ মতবিনিময়সভায় অংশগ্রহণ করে। সভায় তারা ফাজিল কামিলকে সমমান, ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে।